চার্বাক শব্দের বুৎপত্তি

চার্বাক দর্শন সম্বন্ধে বিভিন্ন গ্রন্থে বিভিন্ন মতবাদ পাওয়া গেলেও 'চার্বাক' বলতে ঠিক কি বোঝানো হয় বা 'চার্বাক' শব্দের মূল অর্থ কি সে প্রশ্নের উত্তর বহু বিতর্কিত। এই বিতর্কিত কয়েকটি মত নিম্নে উল্লেখ করা হল -

১) 'চার্বী' নামে এক ঋষি জড়বাদ প্রচার করেন (চার্বীর বাক্ চার্বাক) এবং তাঁরই নামানুসারে এই দর্শনকে চার্বাক দর্শন বলা হয়।

২) 'চার্বাক' শব্দটি উৎপন্ন হয়েছে 'চর্ব' ধাতু থেকে। 'চর্ব' ধাতুর অর্থ হল চর্বণ করা বা খাওয়া। আর 'বাক্' শব্দের অর্থ কথা। এই দর্শনে খাওয়ার কথা বলা হয়, (যেমন, যাবৎ জীবেৎ সুখং জীবেৎ ঋনং কৃত্বা ঘৃতং পীবেৎ, ভস্মীভূতস্য দেহস্য পুনারাগমনং কুত্ব) তাই এই দর্শন চার্বাক দর্শন নামে খ্যাত।

৩) 'চারু' শব্দ থেকে চার্বাক শব্দ উৎপন্ন। 'চারু' শব্দের অর্থ রমণীয় বা মধুর। আর বাক অর্থে কথা (চারু বাক্ চার্বাক)। এই দর্শনে সাধারণ মানুষের জন্য মধুর বা রমণীয় কথার উল্লেখ আছে তাই এই দর্শনের নামকরণ চার্বাক হয়েছে।

৪) 'চারু' শব্দের অন্যতম অর্থ 'বৃহস্পতি' আর বাক্ অর্থে কথা (বৃহস্পতির কথা)। এই অর্থে এই দর্শন চার্বাক নামে খ্যাত।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে 'চার্বাক' বলতে কি বা 'চার্বাক' শব্দের অর্থ কি তা অল্প বোঝা গেলেও চার্বাক মতের প্রবর্তক কে তা বোঝা দুঃসাধ্য। চার্বাক শব্দের উৎপত্তি যেভাবেই ঘটুক না কেন এই সম্প্রদায় যে স্থুল জড়বাদের সমর্থক তাতে কোন সন্দেহ নেই।

মাধবাচার্য 'সর্বদর্শনসংগ্রহ' গ্রন্থে বৃহস্পতিকে জড়বাদের প্রবর্তক বলেছেন। ঋগ্বেদে 'লোক্যবৃহস্পতি' নামে এক ঋষির পরিচয় পাওয়া যায়, যিনি জগতের উৎপত্তি

Debabrata Saha.

Scanned by CamScanner

প্রসঙ্গে বলেছেন- "অসতঃ সদ্ জায়ত"।[1] ঋগ্বেদে আরও একজন বৃহস্পতির উল্লেখ পাওয়া যায়। যিনি 'গননাং গণপতিঃ', 'কবিনাং কবিঃ'।[2] এছাড়া তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে বর্ণিত বৃহস্পতি, মৈত্রায়নী উপনিষদে বর্ণিত বৃহস্পতি, ধর্মশাস্ত্রকার বৃহস্পতি, সূত্রাকার বৃহস্পতি ভেদে বহু বৃহস্পতির উল্লেখ পাওয়া যায়।[3]

বিভিন্ন জায়গায় 'বৃহস্পতি' কথাটির উল্লেখ থেকে মনে হয় বৃহস্পতি কোন ব্যক্তি বিশেষের নাম নয়, এটি উপাধী বিশেষ। যেমন, প্রতিভাবান, বিশিষ্ট বিদ্বান, তীক্ষ্ণধী, বাগ্মী পণ্ডিতগণকে ব্যাস, শঙ্করাচার্য, বাচস্পতি, মহামহোপাধ্যায়, বিদ্যাসাগর প্রভৃতি উপাধীতে ভূষিত হতে দেখা যায়। যুগে যুগে চার্বাক মতের অনুগামী উন্নতমেধার অধীকারী ব্যক্তিবর্গ যাঁরা শাস্ত্রসিদ্ধ বেদ প্রতিপাদিত বিষয়ের বিরুদ্ধে নির্দিধায় আপন মত প্রতিষ্ঠায় কৃত সংকল্প হতেন তাঁরাই বৃহস্পতি উপাধী লাভ করতেন।

চার্বাক সম্প্রদায়ের নানা উপসম্প্রদায় আছে। এই সম্প্রদায়ের প্রধান তিনটি উপসম্প্রদায়কে 'বৈতন্ডিক', 'ধূর্ত' ও 'সুশিক্ষিত' বলে উল্লেখ করা হয়। বৈতন্ডিক সম্প্রদায় গঠনমূলক কথার তীব্র বিরোধী, পরমত খণ্ডনই এঁদের প্রধান লক্ষ্য। এমনকি প্রতক্ষ্যপ্রমাণও এই সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রমাণ বলে স্বীকৃত হয় নি। 'বিতন্ড্যতে ব্যাহন্যতে পরপক্ষোহনয়া' – এই ব্যুৎপত্তি অনুসারে যে কথায় জিগীষু প্রতিবাদী কেবল অন্যের পক্ষ খন্ডন করেই চলেন, তিনিই বৈতন্ডিক। (স প্রতিপক্ষস্থাপনাহীনো বিতন্ডা) বৈতন্ডিক চার্বাক সম্প্রদায় 'লোকায়ত', 'তত্ত্বোপপ্লববাদী' প্রভৃতি নামেও পরিচিত। বিতন্ডাবাদ নেতিমূলক, তার থেকে কোন মত সুপ্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। তাই অসদবাদী ধূর্ত চার্বাকগণের আবির্ভাব হয়। ধূর্ত চার্বাক সম্প্রদায় স্বভাববাদ, দেহাত্মবাদ, ভূতচৈতন্যবাদ ও প্রতৈক্ষ্যক প্রমাণবাদের সমর্থক। ঈশ্বর, আত্মা, আকাশ, পুনর্জন্ম ও কার্যকারণ সম্পর্ক এই

---

[1] ঋগ্বেদ ১০/৭২/২

[2] ঋগ্বেদ ২/২৩/১

[3] চার্বাকদর্শন, অমিত ভট্টাচার্য, পৃঃ ৮ হইতে উদ্ধৃত

Debabrata Saha.

Scanned by CamScanner

সম্প্রদায়ের মধ্যে স্বীকৃত নয়। সুশিক্ষিত চার্বাক সম্প্রদায় অনেকাংশে সংশোধনবাদী। কেবলমাত্র পরমতখন্ডনেই প্রাধান্য না দিয়ে, প্রত্যক্ষকেই একমাত্র প্রমাণের স্বীকৃতি না দিয়ে লোকব্যবহারের নিমিত্ত অনুমান, কার্য-কারণ সম্পর্ক, অথর্ববেদ ও গন্ধর্ববেদের প্রামাণ্য, পুরুষার্থরূপে অর্থ ও কাম প্রভৃতি স্বীকার করেন। তবে ঈশ্বর, ইন্দ্রিয়াদি অতিরিক্ত আত্মা, পুনর্জন্ম, কর্মফল বা অনুমানের যথেচ্ছ ব্যবহার এই সম্প্রদায়ের মধ্যেও স্বীকৃত হয় নি।

উপরিউক্ত বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে ধূর্ত চার্বাক সম্প্রদায়ই মানুষের কাছে 'চার্বাক সম্প্রদায়' বলে সমধিক পরিচিত।

মাধাবাচার্য তাঁর 'সর্বদর্শনসংগ্রহ' গ্রন্থে বলেছেন- "তস্য চার্বাকমতস্য লোকায়তঃ মিত্যন্বর্থমপরং নামধেয়ম্"।[4] চার্বাক দর্শনে যেহেতু সাধারণ লোকের চিন্তাভাবনার প্রতিফলন দেখা যায়, তাই এই দর্শনের অপর নাম লোকায়ত। এই লোকায়ত জড়বাদী চার্বাক দর্শন দাঁড়িয়ে আছে তাঁদের জ্ঞানতত্ত্বের উপর। তাই আমরা এখন অতি সংক্ষেপে চার্বাক জ্ঞানতত্ত্বের একটি পরিচয় দেব।

সম্ভাব্য প্রশ্নঃ

১। চার্বাক দর্শন কি জড়বাদী দর্শন ?

২। চার্বাক শব্দের উৎপত্তি কিভাবে হয়েছে ?

৩। চার্বাক দর্শনকে আর কি নামে ডাকা হয় ?

৪। সাধারণত চার্বাকদের কয়টি সম্প্রদায় ?

৫। ধূর্ত চার্বাক সম্প্রদায়ের সঙ্গে অন্যান্য চার্বাক সম্প্রদায়ের কি পার্থক্য ?

---

[4] নীতিশাস্ত্রে সুখবাদ, ডঃ ধ্রুব আচার্য্য ও দীপাঞ্জনা মজুমদার, সদেশ, পৃঃ ৭৮ হইতে উদ্ধৃত

Debabrata Saha.

Scanned by CamScanner